রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, মে ২৩, ২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৩ মে ২০২১/০৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮

এস. আর. ও নং ১১১-আইন/২০২১।—সরকারি কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬ এর প্রথম তফসিল (বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের মধ্যে কার্যবন্টন) এর আইটেম ২৯খ এর ক্রমিক ৫ ও ৮ অনুসারে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৩-০৭-২০০০ তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত সরকার, ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ অর্ডার, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৬৮) এর বাংলা অনুবাদ সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করিল:

ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ অর্ডার, ১৯৭২
(১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৬৮)

[১৪ জুন, ১৯৭২]

[১][" যেহেতু আমদানি ও অভ্যন্তরীণ ক্রয়ের মাধ্যমে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখিবার জন্য আপদকালীন মজুদ গড়িয়া তোলা এবং সকল প্রকার পণ্য ও উপকরণের আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসা পরিচালনার উদ্দেশ্যে একটি ট্রেডিং কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;"]

[১] ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (সংশোধন) ২০১৫ (২০১৫ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ২ দ্বারা প্রস্তাবনা এর প্রথম অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত।

মূল্য : টাকা ১২.০০

সেহেতু, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র, বাংলাদেশ অস্থায়ী সংবিধান আদেশ, ১৯৭২ এর সহিত পঠিতব্য, এবং এতদুদ্দেশ্যে তাঁহাকে প্রদত্ত সকল ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি সন্তুষ্ট হইয়া এতদ্বারা নিম্নরূপ আদেশ প্রণয়ন করিলেন:—

১। (১) এই আদেশ ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ অর্ডার, ১৯৭২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের বাহিরে কর্পোরেশনের ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে এবং ০১ জানুয়ারি, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ হইতে কার্যকর হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আদেশে,—

(ক) "বোর্ড" অর্থ কর্পোরেশনের পরিচালনা বোর্ড;

(খ) "চেয়ারম্যান" অর্থ বোর্ডের চেয়ারম্যান;

(গ) "কর্পোরেশন" অর্থ এই আদেশের অধীন প্রতিষ্ঠিত ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ;

[১][(গগ) "ডিলার" অর্থ কর্পোরেশন কর্তৃক, সময়ে সময়ে, নির্ধারিত শর্তে উহার পক্ষে পণ্যসামগ্রী বিক্রয় বা বিতরণের উদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি, ফার্ম বা কোম্পানি;]

(ঘ) "পরিচালক" অর্থ কর্পোরেশনের কোনো পরিচালক;

[২][(ঘঘ) "অত্যাবশ্যকীয় পণ্যসামগ্রী" অর্থ Essential Commodities Act, 1956 (Act No. I of 1956) এর ২ ধারায় সংজ্ঞায়িত অর্থে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যসামগ্রী;]

(ঙ) "সরকার" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার;

(চ) "নির্ধারিত" অর্থ এই আদেশের অধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানমালা দ্বারা নির্ধারিত।

৩। (১) এই আদেশ কার্যকর হইবার পর, এই আদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ নামে একটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(২) কর্পোরেশন, ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ নামে একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে, যাহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সিলমোহর থাকিবে এবং এই আদেশের বিধানাবলি সাপেক্ষে, ইহার কোনো সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার নামে মামলা করিতে পারিবে এবং ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

[১] ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (সংশোধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৩(ক) দ্বারা দফা (গগ) সন্নিবেশিত।

[২] ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (সংশোধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৩(খ) দ্বারা দফা (ঘঘ) সন্নিবেশিত।

৪। (১) কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত হইবে।

(২) কর্পোরেশন যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে বোর্ড সেইরূপ সংখ্যক আঞ্চলিক বা অন্যান্য অফিস, শাখা ও এজেন্সি প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

৫। (১) কর্পোরেশনের অনুমোদিত মূলধন হইবে [১][(এক হাজার)] কোটি টাকা, যাহা কর্পোরেশনের প্রয়োজন অনুসারে, সরকার কর্তৃক, সময়ে সময়ে, প্রদত্ত হইবে।

(২) সরকার, সময়ে সময়ে, অনুমোদিত মূলধন বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

৬। (১) এই আদেশের অধীন প্রণীত বিধি ও প্রবিধান সাপেক্ষে, কর্পোরেশনের সকল কার্যক্রম ও ব্যবসার বিষয়ে সাধারণ নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধান বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং কর্পোরেশন যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারে, বোর্ডও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

(২) বোর্ড, উহার কার্যাবলি সম্পাদনের ক্ষেত্রে, জাতি ও জনগণের স্বার্থ সমুন্নত রাখিয়া বাণিজ্যিক বিবেচনায় কার্য সম্পাদন করিবে এবং সরকার কর্তৃক, সময়ে সময়ে, প্রদত্ত সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশনা দ্বারা পরিচালিত হইবে।

৭। [২]"(১) বোর্ড নিম্নরূপে গঠিত হইবে—

(ক) একজন চেয়ারম্যান;

(খ) তিন জন সার্বক্ষণিক পরিচালক; এবং

(গ) দুই জন খণ্ডকালীন পরিচালক।"]

(২) কেবল কোনো পদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে কোনো ত্রুটির কারণে বোর্ডের কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না।

৮। (১) চেয়ারম্যান কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন।

[৩]"(২) চেয়ারম্যান এবং সার্বক্ষণিক পরিচালকগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং খণ্ডকালীন পরিচালকগণ সরকার কর্তৃক মনোনীত হইবেন।

---

[১] ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (সংশোধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৪ দ্বারা "পাঁচ" শব্দটির পরিবর্তে "এক হাজার" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[২] ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (সংশোধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৫ দ্বারা দফা (১) প্রতিস্থাপিত।

[৩] ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (সংশোধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা দফা (২), (২ক) ও (২খ) শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

(২ক) চেয়ারম্যান এবং সার্বক্ষণিক পরিচালকগণ কর্পোরেশনের সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হইবেন এবং সরকার কর্তৃক মনোনীত হইবেন।

(২খ) খণ্ডকালীন পরিচালকগণ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদ ও শর্তে মনোনীত হইবেন এবং তাহারা পুনঃমনোনয়নের যোগ্য হইবেন।]

(৩) চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য পরিচালক বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত বা অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ, কার্য সম্পাদন ও দায়িত্ব পালন করিবেন।

৯। (১) নির্ধারিত সময়, স্থান ও পদ্ধতিতে বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, চেয়ারম্যান যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপে সভা আহ্বান করা যাইবে।

(২) যদি কোনো কারণে চেয়ারম্যান কোনো সভায় উপস্থিত হইতে না পারেন, তাহা হইলে চেয়ারম্যান কর্তৃক লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো পরিচালক সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৩) বোর্ডের সভায় প্রত্যেক পরিচালকের একটি করিয়া ভোট থাকিবে, তবে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে, চেয়ারম্যানের একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকিবে।

১০। বোর্ড উহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে সহায়তার জন্য যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ এক বা একাধিক কমিটি নিয়োগ করিতে পারিবে।

১১। (১) কর্পোরেশন উহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য, প্রয়োজন মনে করিলে, তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তে কর্মকর্তা, উপদেষ্টা এবং অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) জরুরি ক্ষেত্রে, চেয়ারম্যান তৎকর্তৃক নির্ধারিত উপযুক্ত শর্তে, কর্মকর্তা, উপদেষ্টা এবং অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার অধীন কর্মকর্তা বা উপদেষ্টা নিয়োগের প্রত্যেক ক্ষেত্রে, যৌক্তিক বিলম্ব ব্যতীত, বোর্ডকে অবহিত করিতে হইবে এবং বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত না হইলে, উক্ত নিয়োগ ছয় মাসের অধিক বহাল থাকিবে না।

১২। এই আদেশের বিধানাবলি সাপেক্ষে, কর্পোরেশনের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) সরকার কর্তৃক, সময়ে সময়ে, প্রণীত নীতিমালা অনুসারে, বিশ্বের সকল দেশ হইতে বা সকল দেশে পণ্য, মালামাল, উপকরণ ও পণ্যদ্রব্য আমদানি ও রপ্তানির ব্যবসা পরিচালনা করা;

[১]["(কক) সরকার কর্তৃক, সময়ে সময়ে, প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের পর্যাপ্ত আপদকালীন মজুদ গড়িয়া তোলা ও বজায় রাখা;"]

[১] ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (সংশোধন) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৭(ক) দ্বারা দফা (কক) সন্নিবেশিত।

(খ) আমদানিকৃত এবং [১]["অভ্যন্তরীণভাবে ক্রীত"] পণ্য, মালামাল, উপকরণ ও পণ্যদ্রব্য বিক্রয় এবং বিতরণের ব্যবস্থা করা এবং এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক, সময়ে সময়ে, প্রদত্ত নির্দেশনা সাপেক্ষে, ডিলার, এজেন্ট বা অন্যান্য মাধ্যম নিয়োগ করা; এবং

(গ) [২]দফা "(ক), (কক) এবং (খ)"] এ উল্লিখিত বিষয়াদি এবং তৎসংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক যে কোনো কার্য সম্পাদন করা।

১৩। বোর্ড, লিখিতভাবে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে যে, চেয়ারম্যান বা পরিচালক বা কর্পোরেশনের কর্মকর্তা আদেশে উল্লিখিত পরিস্থিতিতে ও অবস্থায়, যদি থাকে, উক্ত আদেশ অনুসারে উল্লিখিত বোর্ডের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

১৪। কর্পোরেশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশি বা বিদেশি মুদ্রায় ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৫। কর্পোরেশন [৩]["বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত"] এক বা একাধিক ব্যাংক হিসাব খুলিতে পারিবে।

১৬। কর্পোরেশন উহার তহবিল সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সিকিউরিটিসমূহে বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

১৭। কর্পোরেশন, বিধিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, প্রতি অর্থবৎসরের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয় এবং উক্ত অর্থবৎসরে সরকারের নিকট হইতে কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহা উল্লেখ করিয়া, নির্ধারিত ফরমে, একটি বাজেট বিবরণী সরকারের অনুমোদনের জন্য পেশ করিবে।

১৮। (১) কর্পোরেশন যথাযথভাবে উহার হিসাব সংরক্ষণ করিবে এবং [৪]["বোর্ড"] কর্তৃক" জারীকৃত সাধারণ নির্দেশনা অনুসারে এবং নির্ধারিত ফরমে, উহার মুনাফা ও ক্ষতি ও স্থিতিপত্রসহ, বার্ষিক হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) কর্পোরেশনের হিসাব চার্টার্ড একাউন্টেন্টস অর্ডিন্যান্স, ১৯৬১ (১৯৬১ সনের ১০ নং অধ্যাদেশ) এ সংজ্ঞায়িত অর্থে অন্যূন দুইজন চার্টার্ড একাউন্টেন্ট কর্তৃক নিরীক্ষিত হইবে, যাহারা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবে।

---

[১] ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (সংশোধন) আইন, ২০১৫(২০১৫ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৭(খ) দ্বারা "আমদানিকৃত" শব্দটির পর "স্থানীয়ভাবে ক্রীত" শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

[২] ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (সংশোধন) আইন, ২০১৫(২০১৫ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা দফা "(ক), (কক) ও (খ) শব্দগুলি, বন্ধনীগুলি ও বর্ণগুলি দফা "(ক) ও (খ)" শব্দগুলি, বন্ধনীগুলি ও বর্ণগুলির পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[৩] ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (সংশোধন) আইন, ২০১৫(২০১৫ সনের ৪নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা "ব্যাংক" শব্দটির পর "বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত" শব্দগুলি সংযোজিত।

[৪] ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (সংশোধন) আইন, ২০১৫(২০১৫ সনের ৪নং আইন) এর ধারা ৯ দ্বারা "সরকার" শব্দটির পরিবর্তে "বোর্ড" শব্দটি প্রতিস্থাপিত।

(৩) দফা (২) এর অধীন নিযুক্ত প্রত্যেক নিরীক্ষককে কর্পোরেশনের বার্ষিক স্থিতিপত্রের একটি কপি ও অন্যান্য হিসাব প্রদান করা হইবে এবং নিরীক্ষক সংশ্লিষ্ট হিসাববহি ও ভাউচারের সহিত উহা একত্রে পরীক্ষা করিবেন; এবং তাহাকে কর্পোরেশন কর্তৃক রক্ষিত সকল বহির একটি তালিকা সরবরাহ করা হইবে, এবং তাহার যুক্তিসঙ্গত সময়ে কর্পোরেশনের বহিসমূহ, হিসাবপত্র ও অন্যান্য দলিলাদি পরীক্ষার অধিকার থাকিবে, এবং হিসাবের সহিত সংশ্লিষ্ট কর্পোরেশনের কোনো পরিচালক বা কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(৪) নিরীক্ষকগণ সরকারকে বার্ষিক স্থিতিপত্র ও হিসাব সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদান করিবেন এবং স্থিতিপত্রে সকল বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে কিনা এবং উহাতে কর্পোরেশনের বিষয়াদির সঠিক ও নির্ভুল চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে কিনা, এবং বোর্ডের নিকট হইতে কোনো ব্যাখ্যা বা তথ্য চাওয়া হইয়া থাকিলে উহা প্রদান করা হইয়াছে কিনা বা প্রদান করা হইয়া থাকিলে উহা সন্তোষজনক কিনা তৎসম্পর্কে উক্ত রিপোর্টে তাহাদের মতামত প্রদান করিবেন।

(৫) সরকার, যে কোনো সময়, কর্পোরেশন কর্তৃক সরকার ও কর্পোরেশনের ক্রেডিটরগণের স্বার্থ রক্ষার্থে গৃহীত ব্যবস্থার পর্যাপ্ততা বা কর্পোরেশনের কার্যক্রম নিরীক্ষার কার্যপদ্ধতির পর্যাপ্ততা সম্পর্কে সরকারকে রিপোর্ট করিবার জন্য নিরীক্ষকগণকে নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে, এবং যে কোনো সময়, নিরীক্ষার পরিধি বৃদ্ধি বা সম্প্রসারণ করিতে পারিবে বা নিরীক্ষার জন্য ভিন্ন কোনো কার্যপদ্ধতি গ্রহণ বা নিরীক্ষকগণ বা সরকারের স্বার্থে প্রয়োজন মনে করিলে, অন্য কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ কর্তৃক অন্য কোনো পরীক্ষার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

১৯। (১) সরকার, সময়ে সময়ে, কর্পোরেশনের নিকট যেরূপ রিটার্ন, রিপোর্ট ও প্রতিবেদন তলব করিবে, কর্পোরেশন সরকারের নিকট সেইরূপ রিটার্ন, রিপোর্ট ও প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

(২) কর্পোরেশন, অর্থবৎসর সমাপ্তির পর, যথাশীঘ্র সম্ভব, সরকারকে উক্ত অর্থবৎসরে কর্পোরেশনের কার্যক্রম পরিচালনা সম্পর্কিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন এবং পরবর্তী অর্থবৎসরের জন্য উহার প্রস্তাবসহ অনুচ্ছেদ ১৮ এর অধীন নিরীক্ষকগণ কর্তৃক নিরীক্ষিত হিসাব প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

(৩) দফা (২) এর অধীনে সরকার কর্তৃক গৃহীত নিরীক্ষিত হিসাবের কপি ও বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারি গেজেটে, প্রকাশিত হইবে এবং সংসদে পেশ করিতে হইবে।

২০। অনাদায়ী ও সন্দেহজনক ঋণ, সম্পদের অবচয় এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো বিষয় নিষ্পত্তির পর, কর্পোরেশন উহার নিট মুনাফা হইতে একটি সংরক্ষিত তহবিল প্রতিষ্ঠা করিবে এবং উহার কোনো উদ্বৃত্ত থাকিলে, উহা সরকারকে প্রদান করিতে হইবে।

২১। প্রত্যেক পরিচালক, তাহার নিজস্ব বে-আইনি কার্য বা ত্রুটির ফলে তৎকর্তৃক সংঘটিত ক্ষতি ও নির্বাহকৃত ব্যয় ব্যতীত, তাহার দায়িত্ব পালনকালে তৎকর্তৃক সংঘটিত ক্ষতি বা নির্বাহকৃত ব্যয় হইতে কর্পোরেশন কর্তৃক দায়মুক্তি লাভ করিবে।

২২। কোম্পানি অবসায়ন সম্পর্কিত কোনো বিধান কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না এবং সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ ও তৎকর্তৃক নির্দেশিত পদ্ধতি ব্যতীত, কর্পোরেশনের অবসায়ন ঘটিবে না।

২৩। আপাতত বলবৎ কোনো আইন বা অন্য কোনো সংঘ-স্মারক বা সংঘবিধি, দলিল বা অন্য কোনো চুক্তিপত্রে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আদেশ প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে—

(ক) ট্রেডিং কর্পোরেশন অব পাকিস্তান লিমিটেড, অতঃপর উক্ত কোম্পানি হিসাবে উল্লিখিত, এর বাংলাদেশে অবস্থিত সকল সম্পদ কর্পোরেশনের নিকট তাৎক্ষণিকভাবে হস্তান্তরিত ও ন্যস্ত হইবে;

ব্যাখ্যা।—"সম্পদ" অভিব্যক্তি অর্থে সকল অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও প্রাধিকার, ভূমি, ইমারত, নগদ স্থিতি, ব্যাংকের জমা, সংরক্ষিত তহবিল, বিনিয়োগসহ স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তি এবং উক্ত সম্পত্তিতে বা উহা হইতে উদ্ভূত অন্যান্য সকল অধিকার ও স্বার্থ, এবং সকল হিসাববহি, রেজিস্টার, রেকর্ড এবং উহার সহিত সম্পর্কিত যে কোনো প্রকৃতির অন্যান্য দলিল অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(খ) বাংলাদেশে উক্ত কোম্পানির বা উহার সহিত কৃত সকল ঋণ ও দায়, গৃহীত সকল বাধ্যবাধকতা, সম্পাদিত সকল চুক্তি ও এগ্রিমেন্ট, সরকার ভিন্নরূপ নির্দেশ প্রদান না করিলে, উহা তাৎক্ষণিকভাবে কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তরিত হইবে এবং তৎকর্তৃক কৃত, গৃহীত ও সম্পাদিত হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে;

(গ) এই আদেশ প্রবর্তনের পূর্বে, বাংলাদেশে উক্ত কোম্পানি কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল মোকদ্দমা বা অন্যান্য আইনি কার্যক্রম, সরকার ভিন্নরূপ নির্দেশ প্রদান না করিলে, উহা কর্পোরেশন কর্তৃক দায়েরকৃত বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে এবং তদনুসারে অব্যাহত বা চলমান থাকিবে;

(ঘ) বাংলাদেশে উক্ত কোম্পানির সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্পোরেশনে তাৎক্ষণিকভাবে বদলি হইবে এবং তাহারা কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে চাকরিতে বহাল থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ-ভাবে বদলীকৃত কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্পোরেশনে চাকরি না করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারিবে।

২৪। এই আদেশের বিধানাবলি কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৫। (১) এই আদেশের বিধানাবলি কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে বোর্ড, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, এই আদেশ ও বিধিমালার বিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে, এইরূপ প্রয়োজনীয় ও সমীচীন সকল বিষয়ে প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত সকল প্রবিধান, সরকারি গেজেটে, প্রকাশিত হইবে এবং উক্তরূপ প্রকাশের পর উহা কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শহিদ উল্লাহ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd